দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৮

তিতাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট

উপজেলার ৫২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫টিতে প্রধান শিক্ষকের ও ৪৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। ৩৬টি জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭টি প্রধান শিক্ষক ও চারটি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে

■ তিতাস (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

তিতাসে সরকারি ও জাতীয়করণ ৪৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক পদশূন্য রয়েছে। একই সঙ্গে ৯৩টি বিদ্যালয়ে ৬৩টি সহকারী শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে। প্রধান শিক্ষক না থাকা বিদ্যালয়গুলোতে দাপ্তরিক কার্যক্রম চলছে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিয়ে। আবার একই সঙ্গে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ৫২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫টিতে প্রধান শিক্ষকের ও ৪৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। ৩৬টি জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭টি প্রধান শিক্ষক ও চারটি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। একটি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। নতুনভাবে নির্মিত ১৫শ' প্রকল্পের চারটি বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের ২০টি পদই শূন্য। সবমিলিয়ে ১০৯টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হচ্ছে বলে অভিভাবকরা মনে করছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শ্রেণিতে পাঠদানে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তাদের বাড়তি ক্লাস নিতে হচ্ছে। আবার প্রধান শিক্ষক দাপ্তরিক কাজে থাকলে তার ক্লাসটিও নিতে হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্দুল আউয়াল বলেন, বিষয়টি বার বার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। যতটুকু জানি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া প্রধান শিক্ষদের পদায়নের ব্যাপারে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। আশাকরি খুব শিগগিরই শিক্ষক সংকট কেটে যাবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/অবগত্যর্থে
স্বাক্ষর